যুগান্তর

তারিখ ...... 08 MAY 2017
২০ ...... ৫ ......

ভর্তির নীতিমালা প্রকাশ

আগে বোর্ডে রেজিস্ট্রেশন পরে কলেজে ভর্তি

যুগান্তর রিপোর্ট

স্বীকৃতিবিহীন কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শিক্ষা বোর্ডে নিবন্ধনের পর কলেজে ভর্তি হতে হবে। যে কোনো শিক্ষার্থী তিন দফায় কলেজ পছন্দের সুযোগ পাবে। সব শিক্ষার্থীর কলেজ নির্দিষ্ট হওয়ার পরই একযোগে ভর্তি শুরু হবে। এসব বিধান যুক্ত করে রোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয় একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রকাশ করেছে।

কাল থেকে তিন দফায় আবেদন

২০ জুন থেকে ভর্তি, ক্লাস শুরু ১ জুলাই

আগামীকাল ৯ মে থেকে অনলাইন ও এসএমএসের মাধ্যমে ভর্তির জন্য আবেদন জমা দেয়া শুরু হবে। শেষ হবে ২৬ মে। তবে যারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করতে পারবে না তাদের জন্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালিকা প্রকাশের আগে দু'দিন করে সময় রাখা হয়েছে। এবার ভর্তির আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে গতবারের চেয়ে ১৭ দিন আগে। গত বছর ২৬ মে থেকে আবেদন শুরু হয়েছিল। একাদশের ক্লাস শুরু হবে ১ জুলাই।

এবার আবেদনের ওপর আপত্তি নিষ্পত্তির সময় রাখা হয়েছে তিন দিন। ২৭ থেকে ২৯ মে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। এবার ফল পুনঃনিরীক্ষণের প্রার্থীরা ৩০-৩১ মে ভর্তির আবেদন করবে। তিন দফায় যথাক্রমে ৫, ১৩ এবং ১৮ জুন ভর্তির ফল প্রকাশ করা হবে। এতে প্রকাশ করা হবে কলেজ পছন্দের তালিকা।

প্রথম দফায় সুযোগ পাওয়া শিক্ষার্থীরা পছন্দের কলেজ পেলে ৮ জুনের মধ্যে তাদের ভর্তি নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য সংশ্লিষ্ট বোর্ডে জমা দিতে হবে ১৮৫ টাকা। যাদের কলেজ পছন্দ হবে না তারা দ্বিতীয় দফায় ■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

আগে বোর্ডে রেজিস্ট্রেশন পরে কলেজে ভর্তি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

১০টি প্রতিষ্ঠানের (কলেজ) নাম জমা দেবে। যারা আগে ভর্তির আবেদন করতে পারেনি এদের সঙ্গে তারাও কলেজের তালিকা জমা দেবে। দ্বিতীয় দফায় আবেদনের জন্য ৯ ও ১০ জুন নির্ধারণ করা হয়েছে। ১৩ জুন দ্বিতীয় তালিকা বা ফল প্রকাশ করা হবে। এই তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা ১৪-১৫ জুন বোর্ডে নিবন্ধনের মাধ্যমে ভর্তি নিশ্চিত করবে। এজন্য ১৮৫ টাকা দিতে হবে। তবে এই তালিকার কলেজ বাদ দিয়ে যদি কেউ তৃতীয় তালিকার কলেজের জন্য অপেক্ষা করে তবে তাকে টাকা জমা দিতে হবে না। এরপর তৃতীয় তালিকার জন্য আবেদনকারীদের কাছ থেকে পুনরায় কলেজ পছন্দের তালিকা নেয়া হবে। আগের দুইবার আবেদন না করা প্রার্থীরাও এই দফায় ১৬-১৭ জুনের মধ্যে আবেদন করতে পারবে। তৃতীয় দফার ফল প্রকাশ করা হবে ১৮ জুন। পরদিনই শিক্ষার্থীদেরকে ১৮৫ টাকা দিয়ে ভর্তি নিশ্চিত করতে হবে।

- অনলাইনে ১০ কলেজে আবেদন ফি ১৫০ টাকা, এসএমএসে প্রতিটিতে ১২০ টাকা
- ভর্তি ফি মফস্বলে ১০০০, জেলায় ২০০০, ঢাকা বাদে অন্য মেট্রোপলিটনে ৩০০০ টাকা।
- ঢাকায় এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে ৫০০০, আধা এমপিও বা নন-এমপিও প্রতিষ্ঠানে বাংলা মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৯০০০ ও ইংরেজি মাধ্যমে ১০০০০ টাকায় ভর্তি

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, ১৮৫ টাকা জমার জন্য ভর্তি নির্দেশিকার সঙ্গে একটি হিসাব নম্বর দেয়া হবে। শিক্ষার্থীরা তাতে টাকা জমা দেবে। আবেদনের ওয়েবসাইটে ভর্তির নির্দেশিকা পাওয়া যাবে। তিনি বলেন, তিন দফায় আবেদন গ্রহণ ও তালিকা প্রকাশের পর শিক্ষার্থীরা একবারই ভর্তি হবে। ভর্তির সময়ের মধ্যে ঈদুল ফিতরের ছুটি পড়বে। এ কারণে ২০ থেকে ২২ জুন এবং ২৮-২৯ জুন ভর্তির সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা কেবল ভর্তির সময়েই কলেজে টাকা জমা দেবে। প্রথম বা দ্বিতীয় তালিকায় পাওয়া কলেজে কেউ ভর্তির রেজিস্ট্রেশন করলেও তাকে ভর্তির জন্য কেবল একবারই যেতে হবে। এর আগে কলেজও জানবে না কে ভর্তি হচ্ছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইন স্বাক্ষরিত এ নীতিমালায় বলা হয়েছে, অনলাইনে নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে (www.xiclassadmission.gov.bd) গিয়ে আবেদন করতে হবে। অনলাইনে সর্বনিম্ন ৫টি ও সর্বোচ্চ দশ প্রতিষ্ঠানের জন্য ১৫০ টাকা ফি নেয়া হবে। টেলিটকের মাধ্যমে মোবাইল ফোনে এসএমএসেও আবেদন করা যাবে। তবে প্রতি কলেজে আবেদন ফি ১২০ টাকা। এর মধ্যে শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর ও পছন্দের অগ্রাধিকার অনুযায়ী একটি কলেজের নাম প্রকাশ করা হবে।

এবার এসএসসিতে পাস করেছে ১১ লাখ ৫৫ হাজার ৬৮ জন শিক্ষার্থী। মাদ্রাসায় দাখিল পাস করেছে ১ লাখ ৯৩ হাজার ৫১ জন। কারিগরি বোর্ড থেকে এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল) পাস করেছে ৮৩ হাজার ৬০৩ জন। এছাড়া গত বছর প্রায় পৌনে ৪ লাখ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়নি। এদের সবাই এবার একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারে বলে ধরে রাখা হয়েছে।

নীতিমালায় আরও যা আছে : এবার ২০১৫ সাল থেকে এসএসসি উত্তীর্ণরা এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৪ থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে। বিজ্ঞান শাখা থেকে উত্তীর্ণরা যেকোনো বিভাগে ভর্তি হতে পারবে। মানবিক শাখা থেকে উত্তীর্ণরা মানবিকের পাশাপাশি ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় এবং ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীরা নিজ বিভাগের (ব্যবসায় শিক্ষা) পাশাপাশি মানবিক বিভাগে ভর্তি হতে পারবে। ভর্তিতে একই প্রতিষ্ঠান থেকে এসএসসি উত্তীর্ণরা অগ্রাধিকার পাবে। এদের ভর্তির পর আসন থাকলে বাইরে থেকে শিক্ষার্থী নেয়া হবে।

ভর্তিতে এবারও তিন ক্যাটাগরি করা হয়েছে। সেশন চার্জসহ মফস্বলের কলেজে ভর্তি ফি ১ হাজার, জেলা সদরে ২ হাজার, ঢাকা বাদে বাকি মেট্রোপলিটন এলাকায় ৩ হাজার টাকা। ঢাকা মেট্রোপলিটনে এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে ৫ হাজার, আধা এমপিও বা নন-এমপিও প্রতিষ্ঠানে বাংলা মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৯ হাজার ও ইংরেজি মাধ্যমে ১০ হাজার টাকা নেয়া যাবে। উন্নয়ন ফি ৩ হাজারের বেশি নয়। কোনো শিক্ষার্থীর কাছ থেকে অতিরিক্ত ফি নেয়া যাবে না। সব ধরনের ফি রসিদের মাধ্যমে নিতে হবে। দরিদ্র, মেধাবী ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ভর্তিতে যতদূর সম্ভব ফি মওকুফের ব্যবস্থা নিতে হবে। কলেজগুলো ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতার শর্ত নির্ধারণ করতে পারবে। তবে কোনো কলেজ মন্ত্রণালয় বা বোর্ড নির্ধারিত তারিখের বাইরে ইচ্ছামতো ভর্তি করতে পারবে না। ভর্তিতে এবারও কোটা পদ্ধতি থাকছে। ৮৯ শতাংশ মেধায় ভর্তি হবে। বাকি ১১ শতাংশের মধ্যে ৫ ভাগ মুক্তিযোদ্ধা, ৩ শতাংশ আসনে সংশ্লিষ্ট কলেজের বিভাগীয় এবং জেলা সদরের বাইরের শিক্ষার্থী, ২ শতাংশ আসনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী, দশমিক ৫ শতাংশ আসনে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি ও শিক্ষক-কর্মচারী এবং দশমিক ৫ শতাংশ আসনে বিকেএসপি ও প্রবাসীদের সন্তানদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। বিদেশি প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা সনদের সমমান নিশ্চিত করে ভর্তি হতে পারবে।